ইত্তেফাক

তারিখ: 11 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন' পাস না হওয়ার নেপথ্যে

॥ মাহবুবুর রহমান জুয়েল ॥

দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োজনীয়তা থাকলেও নানাবিধ জটিলতার কারণে সরকার এখন পর্যন্ত পাস করতে পারেনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার নতুন আইন। দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমাগত বাড়ার প্রেক্ষাপটে নতুন একটি আইন প্রণয়ন অনিবার্য হয়ে পড়ে। কয়েক বছর যাবৎ সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়েও আইনটি চূড়ান্ত করা যায়নি। বারবার এই আইন পাসের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা। তারা বিভিন্ন সময়ে সরকারের নীতি-নির্ধারণীমহলের সাথে যোগাযোগ করে নতুন আইন না করার জন্য প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে অভিজ্ঞমহলের ধারণা বিভিন্ন সময়ে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নামে যে সব অভিযোগ উঠেছে তার কারণও একটি যুগোপযোগী নীতিমালা না থাকা। তারা বলছেন বর্তমানে যে আইনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে তাতে অনেক অনিয়মের সুযোগ থাকে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রথম আইন প্রণয়ন করা হয় ১৯৯২ সালে। পরে এই একই আইনের কিছু ধারা সংযোজন বিয়োজন করে ১৯৯৮ সালে সংশোধিত আকারে সংসদে পাস করা হয়। সর্বশেষ বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় "বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৮" নামে আইনের একটি খসড়া প্রস্তাব করা হয়। বিগত সংসদ নির্বাচনের আগের দিন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এই অধ্যাদেশটি জারি করেন।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে ৩২টি অধ্যাদেশ পাস করে তার মধ্যে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৮' ছিল না। পরবর্তীতে সরকার আবার এই অধ্যাদেশটিকে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়। এ লক্ষ্যে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে প্রস্তাবনা পাঠানোর নির্দেশ দেয়। ইউজিসির পক্ষ থেকে অধ্যাদেশটিকে সামনে রেখে অভিভাবক, শিক্ষাবিদ, মালিক, শিক্ষার্থী ও সুশীলসমাজের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে সরকারকে প্রস্তাবনা পাঠানো হয়।

কি আছে নতুন আইনেঃ

প্রস্তাবনায় নতুন এই আইনের নাম দেয়া হয়েছে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৯'। নতুন এই আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে এই সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মুনাফার জন্য নহে' এরূপ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নিয়ন্ত্রণে সরকার কর্তৃক গঠিত একটি এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল থাকবে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে এই কাউন্সিলের সদস্য হতে হবে। আইনানুযায়ী নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় করতে হলে ন্যূনতম ২৫ হাজার বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট নিজস্ব অথবা ভাড়াকৃত ভবন থাকতে হবে। এছাড়া প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ঢাকা ও চট্টগ্রামে হলে ১ একর ও এর বাইরে হলে অন্যূন ২ একর নিষ্কণ্টক জমি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সংরক্ষিত তহবিল হিসবে অন্যূন ৫ কোটি টাকা থাকতে হবে। প্রস্তাবিত এই আইনে বলা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত পূর্ণকালীন শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম শতকরা ৫ ভাগ আসন মেধাবী অথচ দরিদ্রদের জন্য সংরক্ষপূর্বক তাদের বিনা টিউশন ফিতে অধ্যয়নের সুযোগ দিতে হবে। খসড়া এই আইনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো সকল কোর্স বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

বরাবরের মতই এই আইনের বিরোধিতা করে আসছে মালিকরা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের সংগঠন এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস-এর ভাইস চেয়ারম্যান ড. আবুল কাসেম হায়দার বলেন, পূর্বের আইনটিই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনার জন্য যথেষ্ট। সরকার চাইলে এই আইনটির সাথে কিছু ধারা সংযোজন করতে পারে। তিনি প্রস্তাবিত আইনটি সম্পর্কে বলেন, এটি কার্যকর হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আর বেসরকারি থাকবে না। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্র সংগঠন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সভাপতি আসাদুজ্জামান রনো আইন বিরোধীদের সমালোচনা করে বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালি সিদ্ধান্ত এবং উচ্চ শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে নতুন আইনের বিকল্প নেই। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, নতুন আইন প্রণয়নে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের আপত্তি পূর্বেও ছিল এখনো আছে। মালিক পক্ষ চায় না আইনটি হোক। এজন্য আমরা শিক্ষাবিদদের মতামত গ্রহণ করেছি। তিনি বলেন, আইনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের সার্বিক মূল্যায়ন ও শিক্ষাকে বিশ্বমানের পর্যায়ে উন্নীত করতে এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের ধারা সংযোজন করা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন করার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে বলে তিনি জানান।

একনজরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	প্রতিষ্ঠা সন	মোট শিক্ষার্থী
১.	নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি	১৯৯২	৮৫৬৪
২.	ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, চট্টগ্রাম	১৯৯২	২৪০৯
৩.	ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ	১৯৯৩	৩২৪৪
৪.	দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৯৩	১৮৯৫
৫.	ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি	১৯৯৩	৮৮৮
৬.	আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম	১৯৯৫	৭৫৮৪
৭.	আহ্‌ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৯৫	৪২০৪
৮.	আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি -বাংলাদেশ	১৯৯৫	১৩১৯৫
৯.	এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ	১৯৯৬	১২৪৭০
১০.	ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি	১৯৯৬	৬৩৯৮
১১.	দি ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক	১৯৯৬	২০৭১
১২	গণ বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৯৬	১০১২
১৩.	দি পিপলস্ ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ	১৯৯৬	১২৮৬
১৪	ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	২০০০	৩২৪৭
১৫	ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি	২০০১	২০৮৯
১৬	মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	২০০১	১৫৮৬
১৭	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি	২০০১	১৬৩০
১৮	লিডিং ইউনিভার্সিটি, সিলেট, বাংলাদেশ	২০০১	৭৪৯
১৯	বি জি সি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	২০০১	৫০৭
২০	সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	২০০১	৭৪৭
২১	ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ	২০০২	৩২০৪
২২.	প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	২০০১	৩৬১৪
২৩.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	২০০২	১২৫৭৮
২৪.	স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	২০০২	১১১৪১
২৫.	ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	২০০২	৬৩৫১
২৬.	স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ	২০০২	২৪৬২
২৭.	ইবাইস ইউনিভার্সিটি	২০০২	২১০২
২৮.	সিটি ইউনিভার্সিটি	২০০২	১৩২৫
২৯.	প্রাইম ইউনিভার্সিটি	২০০২	৩,০৪৯
৩০	নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	২০০২	৫০১৮
৩১	সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	২০০৩	৬৯২
৩২.	গ্রীন ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ	২০০২	৬৯৯
৩৩.	ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ	২০০৩	২৬৩২
৩৪	শান্তমরিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজী	২০০৩	১৫৯৭৫
৩৫.	দি মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটি	২০০৩	৬৯৯
৩৬.	ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি	২০০৩	৩৫৫৪
৩৭.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি	২০০৩	১১৮২
৩৮.	মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি	২০০৩	১০৮০
৩৯.	উত্তরা ইউনিভার্সিটি	২০০৩	১৭৮৪
৪০.	ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	২০০৩	২৮৫৭
৪১.	ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ	২০০৩	১১৮৩
৪২.	ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া	২০০৩	৩২২
৪৪.	ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সাইন্সেস	২০০৩	১০০৬
৪৫.	প্রাইমএশিয়া ইউনিভার্সিটি	২০০৩	১৪১৩
৪৬.	রয়েল ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা	২০০৩	১১২৩
৪৭	ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ	২০০৩	১০২৪
৪৮.	অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি	২০০৪	১৭৭২
৪৯.	বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	২০০৫	৯৮০
৫০	আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	২০০৬	১২৮৪
৫১.	ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি	২০০৬	-
	মোট		১৬৮৭১০